তুমি কি মনে করো, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে? তোমার উত্তরের পক্ষে কারণ দেখাও।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করতে হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়োগের কাজটি দেশের জনসম্পদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুতরাং দেশের জনসম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কনো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অভি দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক না হয়ে বরং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে থাকে। কীভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয় তা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

প্রথমত, দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাতীয় আয় দ্রুতহারে বাড়লেও মাথাপিছু আয় দ্রুতহারে বাড়ে না। উদাহরণস্বরূপ, 1960-61 থেকে 1988 89 সালের মধ্যে ভারতে উপাদানের ব্যয়ে জাতীয় আয় 134% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু জনসংখ্যা এই সময়ে ৪০% বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মাথাপিছু জাতীয় আয় মাত্র 54% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হার 3.89%। কিন্তু মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির বার্ষিক হার মাত্র 1.6% দ্বাদশ পরিকল্পনাকালে (2012-17) জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার ছিল 6.9% কিন্তু মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির হার ছিল 4.9% এর মতো। 2019-20 সালে জাতীয় আয় বেড়েছে 4.02% আর মাথাপিছু আয় বেড়েছে 2.2% । এইভাবে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও মাথাপিছ আর কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ভারতে খাদ্য সমস্যা রয়েই গেছে। একটি হিসেবে দেখা যায় যে, 1956 সাল থেকে 1991 সালের মধ্যে মোট খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন 63 মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 158 মিলিয়ন হয়েছে। অর্থাৎ ঐ সময়ে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন 151% বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে দেশের জনসংখ্যা 114% বৃদ্ধি পেয়েছে। তার ফলে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণ 431 গ্রাম থেকে বেড়ে 510 গ্রাম হয়েছে অর্থাৎ মাত্র 189% বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু খাদ্যশস্যের পরিমাণে এই সামান্য বৃদ্ধি দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই ঘটেছে।

তৃতীয়ত, দ্রুতহারে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে মোট জনসংখ্যায় অনুৎপাদক জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিশু এবং বৃদ্ধদের অনুৎপাদক জনসংখ্যা হিসাবে ধরা হয়। এদের বৈশিষ্ট্য হল, এরা সাধারণত কোনো আয় করে না কিন্তু এরা কিছু পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে। সাধারণত 15 থেকে 60 বছরের মধ্যের জনসমষ্টিকে কর্মক্ষম জনসমষ্টি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ভারতে জনসংখ্যার হিসেব থেকে দেখা , 2020 সালে মোট জনসংখ্যার অনুৎপাদক জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় 48%। অনুৎপাদক জনসংখ্যার প্রায় 60% -ই হল শিশু ও বালক বালিকা (0-14 বছরের। অনুৎপাদক জনসংখ্যার পরিমাণ যত বেশি হয়, উৎপাদনক্ষম জনসমষ্টিকে তত বেশি নির্ভরশীলতার ভার (Dependency load) বহন করতে হয়।

চতুর্থত, দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দেশে আমের জোগান বৃদ্ধি পায়। ফলে বেকার সমস্যা আরও তাঁর আকার ধারণ করো। পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থানের যে সুযোগ সৃষ্টি হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। রবেনা বেকারদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নতুন কর্মপ্রার্থীদের কাজের ব্যবস্থা করাও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে সম্ভব হয়নি। ফলে প্রতিটি পরিকল্পনাতেই বকেয়া বেকারের এবং নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা পূর্ববর্তী পরিকল্পনার বুঝনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। একাদশ পরিকল্পনায় (2007-12) স্বীকার করা হয়েছে যে, বেকারির হার 1993-94 সালে ছিল 6:16 এবং 1999-2000 সালে তা বেড়ে দাঁড়য 7.3% 2004-05 সালে তা আরও বেড়ে 8.39-4 পৌঁছায়। দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে কখনোই পূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।

পঞ্চমত, দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বাড়তি জনসংখ্যার জানা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাসস্থান নির্মাণ করতে হয়। ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমান হ্রাস পায়। 1921 থেকে 1981 সালের মধ্যে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ।।। একর থেকে হ্রাস পেয়ে 0.62 একর হয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী, 2018 সালে মাথাপিছু ভাবযোগ্য লমির পরিমাণ আরও কমে 0.11564 হেক্টর অর্থাৎ প্রায় 0. 28575 একর। আবার, বাড়তি জনসংখ্যার জন্য শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করার বায় সরকারকে বহন করতে হয়। এর ফলে সামাজিক পরিসেবা সৃষ্টিতে সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বার করতে হয়। শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য উদ্বৃত্ত এর ফলে হ্রাস পায়।

ষষ্ঠত, যদি মাথাপিছু প্রকৃত আয় স্থির রাখতে হয় তবে যে-ঘরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় সেই হারে জাতীয় আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য সঞ্চয়ের হার বাড়াতে হবে। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে দেয়া। অথচ লক্ষয় বুদ্ধি না পেলে মূলধন গঠন হয় না। মূলধনের অভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না। আবার, নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগের একটি বড় অংশ প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগ কৰালে। মূলধনি দ্রব্যের উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের হার বাধাপ্রাপ্ত হয়।

মন্তব্য: দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জনাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফলগুলো ভারতে জনসাধারণের কাছে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে কখনই সহায়ক হয়ে ওঠেনি। যেটুকু বাড়তি উৎপাদন হচ্ছে তা বাড়তি জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতেই বায়িত হচ্ছে। সুতরাং, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ভবিষ্যৎ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সম্ভাবনা খুবই কম।

ভারতে কি জনাধিক্য ঘটেছে বলে তুমি মনে করো?

ভারতে জনাধিক্য ঘটেছে কিনা এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদের মধ্যে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে আলোচনা করার আগে জনাধিক্য (over population) কটি সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন। দুটি অর্থে জনাধিক্য কথাটি ব্যবহার করা হয়। অধ্যাপক ম্যাসাদের মতে, যখন কোনো দেশের জনসংখ্যার পরিমাণ উৎপন্ন খাদ্যশদের তুলনায় অনেক বেশি এবং মাথাপিছু খাদ্যের জোগান কমে আসছে তখন দেশে জনাধিক্য ঘটেছে বুঝতে হবে।। অর্থাৎ ম্যালথাসের তত্ব অনুযাগী, জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্যের জোগান কম হলেই দেশে জনাধিক্য ঘটেছে বলা হয়। অন্যদিকে, কাম্য জনসংখ্যার তত্ব অনুযায়ী, যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু আয় হ্রাস পা তাহলে দেশে জনাধিক্য ঘটেছে বলতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি মাথাপিছু আয় বাড়ে তাহলে দেশে জনাধিক্য ঘটেনি বলে ধরা হয়।

ম্যালথাসের তত্ব অনুযায়ী, কোনো দেশের খাদ্যোৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা তার থেকে বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন সমান্তর প্রগতিতে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, জনসংখ্যা গুণোত্তর প্রগতিতে বৃদ্ধি পায়। অচিরেই খাদ্যের জোগান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় না। তখন দেশে জনাধিক্য ঘটেছে বলা যায়। মানোর ক্রমাগত ঘাটতি, মহামারি, অনাহার প্রভৃতি হল এই জনাধিক্যের লক্ষণ। ম্যালথাসের অনুগামীরা মনে করেন যে, ভারতে জনাধিক্য ঘটেছে কারণ ভারতের মাদ্যোৎপাদন ভারতের জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়। ভারতকে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। এছাড়া, জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য, জনসাধারণের স্বল্পায়ু, অকালমৃত্যু, অপুষ্টি, শিশু মৃত্যুর উচ্চহার এসবই ভারতের জনাধিক্যের লক্ষণ বলে তাঁরা মনে করেন।

কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা তত্বের অনুগামীরা এই মতটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। তাদের মতে, শুধুমাত্র খাদ্যের জোগানের দ্বারা কোনো দেশে জনাধিক্য ঘটেছে কিনা তা বিচার করা ঠিক নয়। কোনো দেশ সহজেই বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে পারে। যেটি বিচার করা উচিত সেটি হল, দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ কত। ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক কম। পৃথিবীর অনেক দেশেই জনঘনত্ব ভারতের থেকে বেশি। ভারতে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত রয়েছে। যদি এইসব প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানো যায় তাহলে জাতীয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং ভারতে জনাধিক্য ঘটেছে বলা ঠিক নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদব্যবহার হওয়ার পর যদি জনসংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে তখন জনাধিক্য ঘটবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ অব্যবহৃত রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতে জনাধিক্য ঘটেছে বলা যাবে না।

ভারতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত সরকারি নীতিটি ব্যাখ্যা কর।

জনসংখ্যা সম্পর্কিত সরকারি নীতি (Government's Population Policy) : দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি সম্পর্কে সরকার সম্পূর্ণরূপে অবহিত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি সরকার গ্রহণ করেছে।

1. পরিবারের আয়তন সীমিত রাখার জন্য জনসাধারণকে প্রণোদিত করাতে সরকার ব্যাপক প্রচার করছে। এজন্য সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি প্রভৃতি সকল প্রকার গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়েছে।

2. জন্মহার রোধ করার জন্য গ্রামীণ এবং শহরের জনসাধারণের কাছে জন্ম নিরোধক ব্যবস্থাগুলি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

3. জনসাধারণ যাতে পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে উৎসাহী হয় সেজন্য নগদ পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। স্ত্রী এবং পুরুষদের ক্ষেত্রের ব্যাপকভাবে বন্ধ্যাত্বকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 2021 সালের 15 ডিসেম্বর ভারতে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স 18 থেকে বাড়িয়ে 21 বছর বন্যার প্রস্তাবে সায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। এরপর এটি সংসদে বিল হিসাবে আসার কথা।

ভারতের জনসংখ্যা নীতির প্রধান ত্রুটি এই যে, এখানে জনসংখ্যার পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের উপরেই বেশি। জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবার পরিকল্পনার উপর ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে এই কর্মসূচীতে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু শুধুমাত্র জনসমষ্টির পরিমাণ হ্রাস করলেই ভারতের জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। জনসংখ্যার সমস্যাটি সমাধান করতে হলে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার। সেগুলিকে এখন উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, জনসংখ্যার সমস্যাটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম দিকেই লক্ষ করা যায়। দেশ যখন বেশ কিছুটা অর্থনৈতিক উজানে ঘটাতে পেরেছে তখন স্বভাবতই জন্মহার হ্রাস পায় এবং দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রশমিত হয়। সেজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি দূর করার প্রধান উপায় হল অর্থনৈতিক উন্নমানের হারকে ত্বরান্বিত করা। উন্নত দেশগুলিতে দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার হ্রাস পেয়েছে এবং দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হয়েছে। কাজেই ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দ্রুতহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতা থেকে আরও দেখা গেছে যে, শিশু মৃত্যুর হারের সঙ্গে সমহারের একটি সম্পর্ক আছে। শিশু মৃত্যুর হার যত বেশি হয়, জন্মহারও তত বেশি হয়। সেজন্য শিশু মৃত্যুর হার কমানো প্রয়োজন। সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকরা গ্রহণ করার মাধ্যমে শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে পারলে জন্মহারও হ্রাস পাবে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে শিশু মৃত্যুর হার যেখানে প্রতি হাজারে দশ থেকে পনেরো, সেখানে ভারতে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে প্রায় নাই। শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে পারলে জন্মহার হ্রাস পাবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারও কমে আসবে।

তৃতীয়ত, ভারতের মত দেশে যেখানে অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে এবং যেখানে কৃষিই প্রধান জীবিকা, সেখানে জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে উঠেনি। যাঁরা বিবোন বা চাকুরি করেন তাঁরা প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন, জীবন বিমা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা কৃষির উপর নির্ভরশীল তাদের ক্ষেত্রের কোনোরূপ সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেই। দরিদ্র জনসাধারণ তাদের সন্তানকেই ভবিষ্যতের নিরাপত্তা বলে মনে করেন। সেজন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে অধিক সন্তান কাম্য বলে বিবেচিত হয়। গ্রামাঞ্চলে যদি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায় তাহলেও জন্মহার দ্রুত হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

চতুর্থত, অনেকে মনে করেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার সঙ্গে জাতীয় আয়ের বন্টনের বিষয়টিও জড়িত রয়েছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র জনসাধারণ যাতে বেশি পরিমাণ জাতীয় আয়ের অংশ ভোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা দরকার। এর ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার হ্রাস পাবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটি দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। একটি হল, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনঘনত্বের পার্থক্য। দেশের কয়েকটি এলাকায় জনঘনত্ব খুব বেশি। ওই সব এলাকার শহরাঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর বস্তি, ঘিঞ্জি বাড়ি-ঘর প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। কর্মহীন ব্যক্তিরাও এইসব অঞ্চলে ক্রমাগত ভিড় করছে । এই সমস্যাটির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং এই সমস্যার দীর্ঘকালীন সমাধানের জন্য জন-স্থানান্তর নীতি গ্রহণ করা দরকার। জন-স্থানান্তর নীতির মূল কথা হল : অপেক্ষাকৃত জনবহুল অঞ্চল থেকে জনবিরল অঞ্চলে জনসাধারণকে স্থানান্তর করা। দ্বিতীয় সমস্যাটি হল, ভারতের জনসাধারণের গুণগত মান বৃদ্ধি। জনসংখ্যার গুণগত মান বিচার করা হয় তিনটি মাপকাঠি দিয়ে : মানুষের গড় আয়ু, সাক্ষরতার স্তর এবং কারিগরি শিক্ষার মান। ভারতে জনসাধারণের গড় আয়ু উন্নত দেশগুলির তুলনায় এখনও খুব কম। রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে worldometer কর্তৃক তৈরি ক্রম থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 2021 সালে ভারতের গড় আয়ু 70.42 বছর। 193 টি দেশের এই গড় আয়ুর তালিকায় ভারতের অবস্থান বা ক্রম হল 136-তম। এছাড়া, সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে নিরক্ষর জনসাধারণের অনুপাত খুব বেশি। 2011 সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে সাক্ষরতার হার 74%। মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি 65% এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে 82%। শহরাঞ্চলে সাক্ষরতার হার 85% কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সাক্ষরতার হার 69%। সমগ্র দেশের প্রায় 26% মানুষ এখনও নিরক্ষর। 2021 সালে সাক্ষরতার হার ছিল 75 শতাংশ। অজ্ঞতা এবং অশিক্ষার জন্য জনসাধারণের দক্ষতা খুবই কম। শিক্ষার বিস্তার, কারিগরি শিক্ষার উন্নতি, স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি, জনসাধারণের চেতনা জাগ্রত করা প্রভৃতি দ্বারা জনগণের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এইভাবে জনসংখ্যার সমস্যাটিকে মোকাবিলা করার জন্য একটি সামগ্রিক জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ করা দরকার। শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস করার দিকে জোর দিলেই চলবে না। জনসংখ্যা সমস্যার বিভিন্ন দিক রয়েছে। এই সমস্ত দিকের উপর একই সঙ্গে জোর দিতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই জনসংখ্যা সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব হবে।